REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৮ম বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ৮ই আষাঢ় বুধবার ১৩২৮ ইংরাজী 22nd June 1921. | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

বিজ্ঞাপনদাতাগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে এক সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন।০ আনা হিসাবে এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা হিসাবে তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা হিসাবে ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১০ আনা হিসাবে এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /০ এক আনা হিসাবে

বড় বড় বিজ্ঞাপনের দর কার্য্যালয়ে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ব্লক বিজ্ঞাপন দাতাকে নিজে দিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। কিন্তু পরিচিত বিজ্ঞাপন দাতাগণের নিকট পরেও বিল করিয়া মূল্য আদায় করা হইয়া থাকে।

জঙ্গিপুর সংবাদের বার্ষিক মূল্য নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের বার্ষিক মূল্য নগদ ২৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যিনি যে সময় হইতে বার্ষিক মূল্য প্রদান করিবেন পর বৎসর জঙ্গিপুর সেই সময় পর্য্যন্ত এক বৎসর সংবাদ পাইবেন। তাঁহার মূল্য শেষ হইলে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করা যাইবে। যিনি যে সংখ্যায় প্রবন্ধ বা সংবাদ প্রেরণ করিবেন তাঁহাকে সেই সংখ্যা বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবে।

যাবতীয় চিঠি-পত্র, মনিঅর্ডার, ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

দর্পণ সাক্ষাতেই রমণীর সৌন্দর্য্য প্রতীয়মান হয়।

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।

গুণে বিশ্ববিজয়ী, ও প্রতিদ্বন্দ্বী-বিহীন। এই কেশতৈল-প্লাবিত বঙ্গভূমে—বহুদিন হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। শ্রেষ্ঠগুণই ইহার কারণ।

প্রত্যেক প্রতিভাসম্পন্ন লোক, ইহাকে তাঁহাদের চিন্তাশীলতার ও মস্তিষ্ক-আলোচনার সহায় বলিয়া ভাবেন। এই জন্য জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার উকীল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সকলেই ইহার অনুরক্ত ভক্ত।

মহিলাকুলের সোহাগের অঙ্গরাগ। কেশরঞ্জন বর-বপুতে লেপন করিতে পারিলে, কেশরঞ্জন সিক্ত করিয়া বেণী বন্ধন করিতে পারিলে, তাঁহারা কৃতার্থমন্য হয়েন।

কেশ বৃদ্ধি করিতে, কেশের মসৃণতা সম্পাদনে, কেশস্খলন (টাক) নিবারণে, কেশের শত্রু মরামাস ও খুস্কি নিবারণে এবং অঙ্গের লাবণ্য ও মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে অতুলনীয়।

এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ২৲ দুই টাকা চারি আনা; মাশুলাদি ৸০ বার আনা ডজন ৯৲ নয় টাকা মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অশোকারিষ্টের স্বল্প পরিচয়।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহারিষ্ট। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকরীশক্তি অসীম। অনেক সঙ্কটক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি-সুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্টে" রমণীরক্ষা হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী, বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন।

মূল্য প্রতি শিশি	...	১৷৷০ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল	...	৷৵০ নয় আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, আমি স্বয়ং ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এণ্ড কোং
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

মূল্য বৃদ্ধি! মূল্য বৃদ্ধি!!

আগামী ১লা এপ্রিল ১৯২১ হইতে হিলিংবামের মূল্য বৃদ্ধি করা হইবে। নিম্নে বিশেষ বিবরণ দেখুন।

হিলিংবাম

গত ২৭ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমানে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা-যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমন করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইঁহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমারা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এস, আর, সি, পি, এস,আর, সি, এস, এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—গত ইউরোপীয় যুদ্ধের বৎসর ১৯১৪ হইতে সকল জিনিষের দাম ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। তদুপরি সম্প্রতি আবার সরকার বাহাদুরের আজ্ঞায় আমদানী শুল্কের হার অসম্ভব বাড়িয়া গিয়াছে। এই সকল কারণে হিংবামের মূল্য অল্প পরিমাণে বাড়াইতে হইবে। অতঃপর হিলিংবামের মূল্য হইবে বড় ৩৲; মাঝারি ২৷৷০ ও ছোট ১৸০ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

স্যাণ্ডো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ, গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর সম্মুখে গরম পড়িতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাণ্ডো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যপী ঋতু,ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাণ্ডো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৷৷০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং
ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

আমমোক্তার নামা খারিজ।

—০—

বহুদিন পূর্ব্বে জঙ্গিপুর নিবাসী শ্রীগৌরচন্দ্র দত্তকে আমি আমার আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলাম। তিনি তদবধি আমার আম-মোক্তাররূপে কার্য্য করিতেছিলেন। অদ্য হইতে আমি তাঁহাকে আমার আমমোক্তার হইতে খারিজ করিয়া এতদ্দ্বারা সাধারণকে জানাইতেছি যে, তিনি আর আমার আম-মোক্তার থাকিলেন না, আমার পক্ষে তাঁহার কোন কার্য্য করিবার অধিকার থাকিল না। অতঃপর তাঁহার কোন কার্য্যে আমি বাধ্য হইব না ইতি সন ১৩২৮ সাল ৩০শে জ্যৈষ্ঠ।

শ্রীবুধ সিং বোথরা।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

৮ই আষাঢ় বুধবার ১৩২৮ সাল।

বর্ষায় অগ্নিকাণ্ড।

গত রবিবার রাত্রিতে জঙ্গিপুর টোল অফি-সের দেড়খানি চালা ঘর পুড়িয়াগিয়াছে। এই অসময়ে আগুন লাগার কারণ কি তাহা বুঝা গেল না। টোল অফিসের লোকেরা বলে যে, আগুন লাগাইয়া দেওয়া। এ শত্রুতা কে করিল ?

কুমীরের মুখে সিপাহী।

—০—

আজিমগঞ্জের নিকট গঙ্গায় মধ্যে মধ্যে একটী প্রকাণ্ড কুমীর দেখা যাইত। কয়েক দিন হইল সেই কুমীরটী এক সীপাহীকে ধরে, কিন্তু গঙ্গাতীর হইতে বন্দুকের আওয়াজ হও-য়ায় কুমীরটা সিপাহীকে ছাড়িয়া দেয়। পরে তাহাকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়; তিন দিন পরে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। আজিমগঞ্জে কোন জলজন্তু মানুষকে ভয় করেনা। কারণ জৈন বাবুদের "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" জন্য তাহারা আস্কারা পাইয়াছে।

বেঞ্চ ও বারে।

—:০:—

মুর্শিদাবাদ জেলার জজ সাহেব বাহাদুর মিঃ রস উকীল বাবুদের সহিত সদ্ব্যবহার করেন না বলিয়া গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ বহরমপুর উকীল খানার উকীল বাবুরা এক সভা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহারা জজ সাহেব বাহাদুরের এজলাসে কার্য্য করিবেন না। মিঃ রস এখন ছুটিতে। বহরমপুর বার এসোসিয়েনের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বাবু কালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল মহাশয় সর্ব্ব-সাধারণকে এক ইস্তাহার দ্বারা জানাইয়াছেন যে ছুটি শেষ হইলে যদি মিঃ রস আবার আইসেন তবে তাঁহার আদালতে কাহারও কোন কার্য্য থাকিলে সে মক্কেল যেন অন্য বন্দোবস্ত করেন। এখানকার কোনও উকীল পাইবেন না। জজে উকীলে ঝগড়া কিন্তু মক্কেলের আক্কেল গুড়ুম। মামলা ডাক হইলে পক্ষের পক্ষাঘাত। ষাঁড়ে ষাঁড়ে যুদ্ধ হয় নল খাগড়ার বিনাশ।

বঙ্গে সরস্বতীর অধিকার।

—০—

বঙ্গদেশে প্রতি ৭ জন পুরুষের মধ্যে ১ জন ও প্রতি ৯৯ জন স্ত্রীর মধ্যে ১ জন লেখা-পড়া জানে। অন্য কথায় প্রতি ৭ জন পুরু-ষের মধ্যে ৬ জন এবং প্রতি ৯৯ জন স্ত্রীলোক মধ্যে ৯৮ জন লেখাপড়া জানে না।

কোন জিলায় শতকরা কয় জন যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা পাইয়াছে, আমরা নিম্নে তাহার এক তালিকা প্রদান করিলাম।

কলিকাতায়	শতকরা	৩২ জন
জলপাইগুড়িতে	„	৬ জন
দারজিলিংয়ে	„	১০ জন
কুচবিহারে	„	৭৷৷০ জন
দিনাজপুরে	„	৬ জন
রংপুরে	„	৪৷০ জন
মালদহে	„	৫ জন
রাজসাহীতে	„	৫ জন
বগুড়ায়	„	৬ জন
ময়মনসিংহে	„	৫ জন
ঢাকায়	„	৮ জন
পাবনায়	„	৫ জন
নদীয়ায়	„	৬ জন
মুর্শিদাবাদে	„	৬ জন
বীরভূমে	„	৮ জন
বর্দ্ধমানে	„	১০ জন
বাঁকুড়ায়	„	৯ জন.
মেদিনীপুরে	„	৯ জন
হুগলীতে	„	১১ জন
হাওড়ায়	„	৩০ জন
চব্বিশ পরগণায়	„	১২ জন
যশোহরে	„	৭ জন
ফরিদপুরে	„	৬ জন
খুলনায়	„	৮ জন
বরিশালে	„	৯ জন
নোয়াখালিতে	„	৬ জন
ত্রিপুরায়	„	৭ জন
পার্ব্বত্য ত্রিপুরায়	„	৪ জন
চট্টগ্রামে পাহাড়ে	„	৭ জন

এই তালিকা পাঠে ইহা সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, আমাদের মুর্খতা কতই শোচনীয়।

জাপানে—শতকরা ৯৯ জন বালক ও ৯৮ জন বালিকা লেখাপড়া শিখে।

ভারতবর্ষের অবস্থা কি ? ভারতে—শতকরা ২৩ জন বালক লেখাপড়া শিখে।

আমরা শিক্ষায় এত অনুন্নত যে, জাতিগত হিসাবে পৃথিবীর কোন সুসভ্য শিক্ষিত জাতির পার্শ্বে উপবেশনের যোগ্যতা আমাদের নাই।

সঞ্জীবনী।

বিশ্রীমৎ সঙ্কটাচার্য্য কৃত কুলি-মুদ্‌গরঃ।

—:০:—

দীন কুলিদল পেটের লাগি,
আপন জনম-ভূমি তেয়াগি,
সপরিবারে দূর বিদেশে,
খাটিয়া অন্ন করিত ক্লেশে।

দিন কাটাইত কষ্টে সৃষ্টে,
তদুপরি চাবুক পড়িত পৃষ্ঠে।
গালাগালি গুলি বড় আচ্ছা—
"ড্যাম শালা শুয়ারকি বাচ্চা"।

বে-ইজ্জত হ'ত জরু ও বেটী,
নীরবে সহিতে হইত সেটী।
মুনিব-প্রদত্ত ঘুসি ও কীলে
ফাটিয়া যাইত কত শত পীলে।

ভগ্ন হৃদি ও নগ্ন মূর্ত্তি—
তাসব পীড়ন কত যে ফূর্ত্তি !
মূর্খ বেকুব যত কুলি বর্গ
ছাড়িয়া চলিল এমন স্বর্গ।

দুঃখে কষ্টে চলিল দেশে
রোধিল পন্থা আই, সি, এসে।
চা-কর হইতে চাকর বাড়া
যা' করে চা-কর করিল তা'রা।

সাজিল সৈন্য সঙীন সঙ্গে,
দীন কুলি সহ সমর রঙ্গে,
ন্যায় বিচারে কলির চলনে,
হুজুর মাতিল মজুর দলনে।

শৌর্য্যে বীর্য্যে সকলে ত্রাস্ত !
পতঙ্গ দলনে মাতঙ্গ ব্যস্ত !
মশক মারিতে তোপ সহস্র !
ভেক বধার্থে পাশুপতাস্ত্র !

অন্নাভাবে জর্জ্জর দেহ,
ঈশ্বর ভিন্ন নাহিক কেহ
মৃত জন মারি ফলা'লে বিন্ধে
রাখিলে কীর্ত্তি ভারত মধ্যে।

সাধুবৃন্দ করিয়া চেষ্টা,
বিধি ব্যবস্থা করিল শেষটা,
সেই ত শেষে মল খসালি,
কেন তবে লোক হাসালি ?

দৈব ঔষধ।

—:০:—

মুর্শিদাবাদ জঙ্গিপুর মহকুমার অন্তর্গত কোন পল্লীতে এক মুসলমান ভদ্র পরিবারের এক স্ত্রীলোক কিছুদিন হইতে অম্ল পিত্ত রোগে নিদারুণ যন্ত্রণা উপভোগ করিতেছিলেন। তাঁহার সুচিকিৎসার অভাব না হইলেও কিছুতেই তিনি রোগ মুক্ত হইতে পারেন নাই। অবশেষে রোগ যন্ত্রণা অসহ হওয়ায় তিনি আত্মহত্যার জন্য এক গভীর রাত্রে অদূরে প্রবাহিতা এক নদী অভিমুখে ধাবিতা হইলেন। তিনি নদীতে ঝম্প প্রদান করিবার ঠিক পূর্ব্বমুহূর্ত্তে এক দেব-জ্যোতিঃ সম্পন্না বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হই-লেন। প্রথমে তাঁহার সন্দেহ হইল, হয়ত কেহ বা তাঁহার

সন্ধান পাইয়া পিছু লইয়াছেন। তিনি বলিলেন, তুমি পথ ছাড় আমি এই নদী গর্ভে আত্ম বিসর্জ্জন করিয়া সকল যন্ত্রণার অবসান করিব। বৃদ্ধা বলিলেন, দেখ মা! তোমাকে আর আত্মহত্যা করিতে হবেনা, আমি তোমার হিতৈষিনী, তোমাকে রোগমুক্ত করিবার জন্যই আসিয়াছি। রুগ্না বলিলেন আর ও কথায় কাজ নাই। আমার ব্যাধি আরোগ্য হইবার নহে। বৃদ্ধা বলিলেন, "স্থির হও মা, আগে আমার কথা শুন, তার পর তোমায় যাহা ইচ্ছা হয় করিও।" কিন্তু রুগ্না স্থির সংকল্পা, তাঁহার কথা শুনিবে কেন? তিনি মনে করিলেন কোথাকার এক বিটকেলে বুড়ি এসে অনর্থক আমায় জ্বালাতন করছে। প্রকাশ্যে বলিলেন "ছাড় বুড়ি আমার পথ, আমার সংকল্পে বাধা দেয় কার সাধ্য।" অগত্যা বৃদ্ধা বলিলেন "তবে যাও মা, কিন্তু দেখিবে তোমার সংকল্প কিছুতেই সিদ্ধ হইবে না।" রুগ্না জলে ঝাঁপ দিলেন, বলা বাহুল্য সেখানে গভীর জল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এক হাঁটু জলের ত অধিক হইল না। দক্ষিণে গেলেন, বামে গেলেন, ক্রমে দূরে, আরও দূরে গেলেন, কিন্তু কই কোথায় ত জল এক হাঁটুর অধিক নহে। রুগ্না ফিরিলেন তাঁহার সংকল্পের বাঁধন শিথিল হইল, অনুতাপ আসিয়া তাঁহার হৃদয় ঘিরিয়া ফেলিল তিনি ভাবিতে লাগিলেন—হায় আমি কেন সে বৃদ্ধার কথায় অবহেলা করিলাম, সে ত সামান্যা স্ত্রীলোক নহে। তিনি হৃদয়ের বেগ চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া ফেলিলেন। অমনি দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া বৃদ্ধা আবির্ভূতা হইলেন। তিনি বলিলেন, কাঁদিস্ কেন মা, এই যে আমি তোর সঙ্গেই আছি। রুগ্না বৃদ্ধার পদতলে লুণ্ঠিতা হইলেন। বৃদ্ধা তাঁহার হস্ত ধরিয়া তুলিলেন এবং বলিলেন, এই নে মা তোর ঔষধ। এই বলিয়া রুগ্নার হস্তে একটি উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ রুটি প্রদান করিলেন। তাহার ব্যবস্থা এইরূপ বলিয়া দিলেন :—

এই রুটী একটী নূতন মৃৎভাণ্ডে করিয়া স্থানীয় কোন মসজিদে লটকাইয়া রাখিবে এবং প্রথম বৃহস্পতিবার প্রভাতে ভাণ্ডের মধ্যে নদীর জল ।/১॥০ ও আকের গুড় ।/।/০ পাঁচ ছটাক দিয়া একটী মাটীর আবরণী দিয়া বেশ করিয়া বন্ধ করিয়া দিবে।

দ্বিতীয় বৃহস্পতিবারে একই সময়ে ঐ ভাণ্ড হইতে জলটুকু বাহির করিয়া লইয়া আবার নদীর জল ।/১॥০ সের ও গুড় ।/।/০ ছটাক দিয়া বন্ধ করিয়া লটকাইয়া রাখিবে। তৃতীয় বৃহস্পতিবারে আবার জলটুকু বাহির করিয়া লইবে এবং তখন দেখিতে পাইবে যে ভাণ্ড মধ্যে দুইটি রুটী রহিয়াছে। তখন নূতন রুটীটী রাখিয়া দিয়া পুরাতন রুটীটী নদীজলে ফেলিয়া দিবে অথবা যদি অপর কোন লোক লইয়া যাইবার ইচ্ছা করে, তাহাকে দিবে। তাহকেও পূর্ব্বোক্ত নিয়মে মসজিদে রাখিতে হইবে। এই জলটুকুই তোমার ঔষধ। বলা বাহুল্য সেই যুবতী স্ত্রীলোকটী তিন দিন মধ্যে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। বৃদ্ধ ঔষধ (রুটি) দেওয়ার পরই অন্তর্হিতা হইলেন।

পরীক্ষার্থে জঙ্গিপুর হইতে এই প্রকারে একটি রুটী কালিয়াচক থানাধীন জগদীশপুরের মসজিদে আনা হয়। তথা হইতে ঐ থানাধীন সিলামপুরের মসজিদে এবং সিলামপুর হইতে নবীনগরের মসজিদে আনা হইয়াছে। নবীনগর গ্রামবাসী মোহম্মদ জাহের মুন্সী সাহেবের অম্লপিত্ত ব্যারাম ছিল, তাই তিনি আনাইয়াছেন। ব্যবস্থানুযায়ী গত ২৬।৫।২১ তারিখে ১৫ দিন পূর্ণ হয়। দেখা গেল বাস্তবিকই দুইটী রুটী হইয়া রহিয়াছে। এইরূপ প্রতি ১৫ দিনে একটি নূতন রুটির সৃষ্টি হয়। রুটির রং উজ্জ্বল শুভ্র আভাযুক্ত। আর যে জলটুকু বাহির হয়, তাহার স্বাদ অত্যন্ত তীব্র জামের সিরকার ন্যায়। মাটিতে সেই জল পড়িলে মাটি ফুলিয়া উঠে। মুন্সী সাহেব জল ব্যবহারে অনেক আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। রুটি খাওয়া নিষেধ তাই তাহার স্বাদের পরিচয় দেওয়া যায় না। লোকের বিশ্বাস এই জলে নাকি আরও নানাবিধ দুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্য হইতে পারে।

যাঁহাদের আমার কথায় সন্দেহ হয় তিনি একবার আসিয়া দেখিয়া চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করুন। বৈজ্ঞানিকেরা ইহার কোন তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারেন কি?

বিনীত—আমির উদ্দিন আহাম্মদ
সাং আলিনগর, পোঃ কালিয়াচক।
—মালদহ সমাচার

———

ডাক্তার কিশোরীমোহন সিংহ এম, বি,

চক্ষু চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ।

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও দ্বারভাঙ্গা সরকারী হাসপাতালের ভূতপূর্ব্ব লব্ধ-প্রতিষ্ঠ চিকিৎসক।

সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগ চিকিৎসা

ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে চক্ষু পরীক্ষা করিয়া চশমায় ব্যবস্থা এবং ব্যবস্থানুযায়ী প্রকৃত চশমা সংগ্রহ করিয়া দিয়া থাকেন।

যাবতীয় দুর্ব্বোধ ও দুরারোগ্য ব্যাধি রক্ত, কফ ও প্রস্রাব আদি পরীক্ষা

করিয়া রোগ নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভ্যাক্‌সিন্ ও এণ্টিটক্সিন আদি ইন্‌জেক্সন্ ও ঔষধ প্রয়োগ করতঃ আরাম করেন।

চিকিৎসার্থী মফঃস্বলবাসীগণ

কলিকাতা মহানগরীতে উপস্থিত হইয়া সুচিকিৎসকের সন্ধান করিতে বিশেষ বেগ পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের অসুবিধা দূরীকরণের জন্য এই বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল।

রোগী দেখা ও পরামর্শের সময় ও স্থান ঃ—

প্রাতে ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত—

বাসাবাটী ৫০।৩ হরিশ মুখার্জ্জী রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

বৈকালে—৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত—

৮২ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

———

জবাকুসুম তৈল

গুণেঅদ্বিতীয় গন্ধে অতুলনীয়

জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্ক স্থির রাখে, মনকে প্রফুল্লিত করে, কেশের শোভা বর্দ্ধিত করে। এই সকল কারণে জবাকুসুম তৈল সকলের আদরণীয়। এই জন্যই জবাকুসুম তৈল কেশ তৈলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক নকল ও অনুকরণ সত্ত্বেও কোন তৈলই তাহাকে শীর্ষস্থানচ্যুত করিতে পারে নাই।

১ শিশি ১৲ টাকা।

৩ শিশি ২।০ ভিঃ পিতে ২॥৵০

দ্রষ্টব্য।

শিশি, তৈল প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় অদ্য তারিখ হইতে বাধ্য হইয়া এক গ্রোস জবাকুসুম তৈলের মূল্য ১০৮৲ একশত আট টাকা, ডজনের মূল্য ৯॥০ সাড়ে নয় টাকা ও তিন শিশির মূল্য আড়াই টাকা /।০ শিশির মূল্য ৩।০ টাকা ধার্য্য করা হইল। এক শিশির মূল্য এক টাকা রহিল।

কল্যাণ বটিকা

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

কল্যাণ বটিকা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য ও তজ্জন্য স্বপ্নদোষ প্রভৃতি উপসর্গ স্বরায় প্রশমিত হইয়া শরীরের কান্তি ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়। কল্যাণ বটিকার গুণ অব্যর্থ ও স্থায়ী।

১ কৌটা ২৲ ভিঃ পিতে ২৵০

অমৃতাদি বটিকা

ম্যালেরিয়া জ্বরনাশে অব্যর্থ।

অমৃতাদি বটিকা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বর অতি শীঘ্র দূরীভূত হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইলে অমৃতাদি বটিকা সেবনে আশ্চর্য্যজনক ফল পাওয়া যায়, জ্বরের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিতে হয় না।

১ কৌটা ভিঃ পিতে ১৵০

ক্ষুধাবতী

অম্লপিত্ত রোগীর একমাত্র ভরসাস্থল।

ক্ষুধাবতী ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়। আকণ্ঠ ভোজনের পর একমাত্রা ক্ষুধাবতী সেবন করিলে তুলাতে অগ্নি সংযোগের ন্যায় গুরুপাক দ্রব্য ভস্মীভূত হইয়া যায়। অগ্নিতে জল সেকের ন্যায় বুকজ্বালা নিবারিত হয়।

১ শিশি ১৲ টাকা ভিঃ পিতে ১।/

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ

২৯নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় অমূল্য উপদেশ

সর্ব্বমন্যৎ পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ ;
তদভাবেহি ভাবানাং সর্ব্বাভাবঃ শরীরিনাম্‌॥ ১ ;

চরক সংহিতা

অর্থ—অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া শরীর পালন করা কর্ত্তব্য শরীরের অভাবে জীবদিগের সকলেরই অভাব হয়।

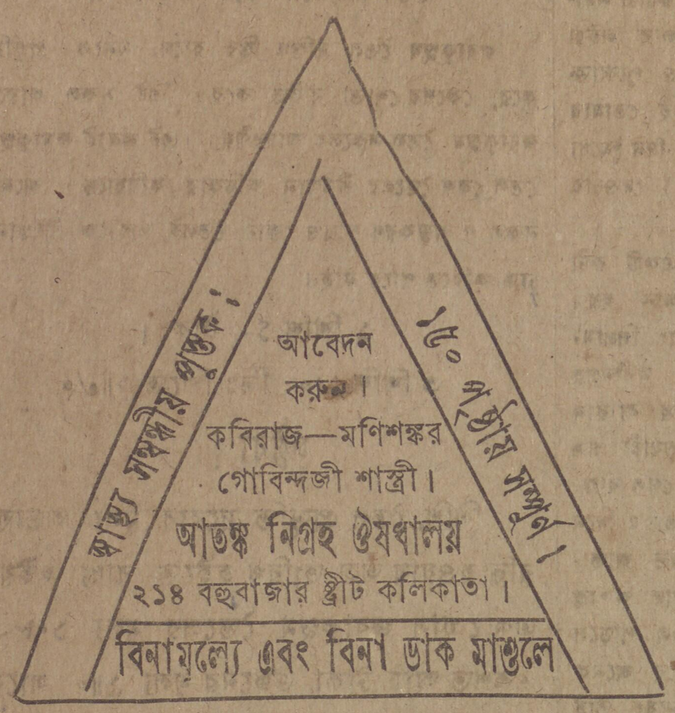

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পুস্তক !

১৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

আবেদন করুন।

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী।

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিনামূল্যে এবং বিনা ডাক মাশুলে

১—দীর্ঘায়ু ২—স্বাস্থ্য ৩—শক্তি	এই তিনটী জিনিস লাভ করিবার প্রকৃত উপায়—

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

শক্তিহীনকে শক্তিশালী করিয়া, আত্মকৃত কু-অভ্যাস জনিত ভগ্নস্বাস্থ্য ও জীবনে হতাশ ব্যক্তিদিগকে স্বাস্থ্য ও নব জীবন দান করিয়া ভৈষজ্য জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ও পৃথিবী ব্যাপী অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছে

এই বটিকা রক্ত পরিষ্কার করে, কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করে, পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের সহিত ধাতুস্রাব, বন্ধ্যাত্ব দোষ এবং সর্ব্ব প্রকারের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া স্বাস্থ্য, শক্তি, দীর্ঘায়ু দান করিয়াছে ;

৩২ বটিকাপূর্ণ ১ কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। একত্রে অধিক টাকার ঔষধ ক্রয় করার কমিশন ও উপহারের বিষয় জানিবার নিমিত্ত মূল্য নিরূপণ পুস্তিকার জন্য আবেদন করুন।

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইলেক্ট্রিক সোলিউসন্

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি বালসা সর্দ্দি, কাশি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফুর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের প্রতি শিশি মাশুল বৃদ্ধি সমেত ১॥০ দেড় টাকা।

সোল এজেণ্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।
ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে। আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহকক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা ; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ॥৵০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র ; মাশুলাদি ১।৵০ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১॥০ টাকা ; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶০ এক টাকা তিন আনা

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দোকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

মিলক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ॥০ আট আনা, মাশুলাদি।৵০ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

আমাদের দোকানে নানাবিধ বোম্বাই সাড়ী পার্শি সাড়ী, মির্জ্জাপুরি রেশমি বস্ত্র, মটকা, দেশী বিলাতী কাপড় খাগড়ার বাসন অতি অল্প মুনফায় বিক্রয় করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশচীনন্দন দে শ্রীবিভূতিভুষণ দে।
রঘুনাথগঞ্জ চাউল পটীজঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ)

ডাঃ এন, এল, পালের

সুদর্শন সার।

(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ॥৵০ দশ আনা

ডাঃ নন্দলাল পাল
রঘুনাথগঞ্জ